بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮শে আগষ্ট, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চিঠি-পত্র এবং ফ্যাক্স আসছে যাতে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সফলতার জন্য অভিনন্দনও থাকে আর এ কথার বহিঃপ্রকাশও হয়ে থাকে যে, আমরা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জলসা সালানা দেখেছি এবং লাভবান হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ফায়দা বা কল্যাণ তখনই লাভ হবে, যা কিছু দেখেছি ও শুনেছি সেগুলো নিজেদের জীবনকে সাজানো এবং কাজে লাগানোর জন্য যখন আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এখানে কোন রাজনৈতিক কথাবার্তা হয় না, কোন জাগতিক কথাবার্তাও এখানে হয় নি, এমনকি অমুসলিম বা অ-আহমদীদের যে দুনিয়াদার শ্রেণী আমাদের জলসায় অতিথি হিসেবে যোগদান করেন তাদের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু মেহমানকে যখন দু'তিন মিনিট কিছু বলার সুযোগ দেয়া হয় তখন তাদের মধ্য থেকেও প্রায় সকলেই এই ধর্মীয় পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করেন যা জামাতের শিক্ষার অংশ যা মানুষকে উন্নত নৈতিক মানে উপনীত করে।

অতএব আমরা যদি আমাদের ব্যবহারিক অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষা সম্মত করার চেষ্টা করি আর যা কিছু শুনেছি তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি তবেই কেবল এই জলসা কল্যাণকর হবে। নতুবা এসব অতিথির সামনে আমরা যা কিছু উপস্থান করেছি বা যা কিছু শুনেছি এবং সচরাচর আমাদের অতিথিরা যার প্রসংশাও করে থাকে তা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যই থেকে যাবে। তা আমাদের অভ্যন্তরীন অবস্থার প্রতিফলন হবে না। এক মু'মিনের ভেতর ও বাহির সমান বা এক রকম হওয়া চাই। বর্তমান বিশ্বে মানুষের মনোযোগ আমাদের প্রতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আর পৃথিবীর মানুষ এখন এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আমাদের জলসা সমূহে অংশগ্রহণ করে, আহমদীরাও আর অ-আহমদীরাও কেউ কেউ জলসা শুনে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের জলসাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়। বার্তা পৌঁছানোর জন্য আমরা এম.টি.এ-এর জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচ করি। এর একটি বড় উদ্দেশ্য হলো, জামাতের প্রতিটি সভ্য সদস্য নিজেদের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করবে এবং তাদের কাছে যেন একই সময়ে এই বাণী পৌঁছে যায়।

অতএব জলসা সফল হওয়ায় আমাদের আনন্দ এবং অভিনন্দন জানানো যেন কেবল মৌখীক অভিনন্দনের মাঝেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এখানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তি আর বিশ্বব্যাপী এমটিএ-এর মাধ্যমে শ্রোতারা যা শুনেছেন এবং দেখেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন, সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিন আর খোদা তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করুন কেননা তিনি এই বস্তুবাদিতার যুগে আমাদের সংশোধনের জন্য,

আমাদের জ্ঞান, কর্ম এবং বিশ্বাসগত উন্নতির জন্য একটি জাগতিক আবিষ্কারকে আমাদের কাজের জন্য মাধ্যমে পরিণত করেছেন। টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম যখন আমাদের জন্য কাজে নিয়োজিত হয় তখন তা এক মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধি করে যে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা এই শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এ যুগে এমন আবিষ্কারাদি সামনে আসবে যা ধর্ম প্রচারে সহায়ক হবে। আর প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর উন্নত থেকে উন্নততর পরিপূর্ণতা দেখছি।

আমি ক্ষাণিকপর সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টও উল্লেখ করব যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই বাণী প্রচার করছেন। অতএব এর জন্য আমাদের খোদার দরবারে ঝুঁকে বা বিনত হয়ে এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ্ তা'লার উক্তি অনুসারে এই কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে বর্ধিত নিয়ামত, পুরস্কার এবং উন্নতিতে ধন্য করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (লা ইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম) অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি তোমাদের আরো বর্ধিত দানে ভূষিত করব, তোমাদের বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধি লাভ হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই বিষয়টি যেখানে আমাদেরকে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পন্থা শেখায়, সেখানে বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে খোদা তা'লার কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।'**

কর্মীদের অনেকেই সেচ্ছাসেবী ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা এসব কর্মীদের সামর্থ দান করেছেন আর তারা জলসার ব্যবস্থাপনাকে সর্বোত্তম রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পরিবহন, আবাসন, রান্না-বান্না, জলসা গাহ্, বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, এছাড়া গরমের ভিতর পানি পান করানোর ব্যবস্থা, শব্দ পৌঁছানোর ব্যবস্থা, এরপর সারা পৃথিবীতে শব্দ এবং চিত্র প্রচারের ব্যবস্থা, যা এম.টি.এ করেছে। এক কথায় এমন অগণিত বিভাগ রয়েছে, যদি নাম নেয়া হয় তাহলে বহু বিভাগ সামনে আসবে যাতে পুরুষ, মহিলা, বৃদ্ধ, যুবক এবং শিশু ছেলেমেয়েরাও কাজ করেছেন এবং জলসার পুরো ব্যবস্থাপনাকে নিজেদের সাধ্য এবং সামর্থ অনুসারে সর্বোত্তম ভাবে সমাধার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন বিভাগের সেচ্ছাসেবীরা জাগতিক বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের কেউ কোন কম্পানির ডাইরেক্টর, কেউ ডাক্তার, কেউ প্রকৌশলী, কেউ বিজ্ঞানী বা ব্যবসায়ী শ্রেণী রয়েছে। কেউ ব্যক্তিগত কাজ করেন এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীও রয়েছে; কিন্তু (জলসায়) সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন। কে কী তা না ভেবেই তারা লঙ্গর খানায় বা বাবুর্চি খানায় আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে এক শত বা দুই শত হাড়ি চুলার ওপর রাখা থাকে এবং যেখানে প্রচণ্ড রকমের গরম অথচ তারা সেখানে অতি আনন্দের সাথে হাড়িতে চামচ নাড়ছেন আর খাবার রান্না করছেন। যুবক-বৃদ্ধ সবাই এই চেষ্টা করছেন যেন সর্বোত্তম ও সুস্বাদু খাবার রান্না হয়ে অতিথিদের কাছে পৌঁছে। তাপমাত্রা বা গরম কেমন সে বিষয়ে তারা ছিল ভ্রুক্ষেপহীন, এমনকি

চৌদ্দ, পনের বা ষোল বছর বয়স্ক বালকরাও খাবার রান্না করা আর রুটি প্লান্টে বড় হাস্যোৎফুল্লতার সাথে দায়িত্ব পালন করে।

এরপর স্বেচ্ছাসেবীদের একটা দল পানি সরবরাহের কাজ করছে। এরপর পুরুষ এবং মহিলা ভিত্তিক একটি গ্রুপ নিঃস্বার্থভাবে কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দের জন্য স্নানাগার পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করছেন। কেউ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছেন। কিছু নর-নারী বাগিতে করে প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থদের আনা-নেয়ার কাজ করছেন। প্রবল তাপমাত্রা বা গরমের মাঝে শিশু বয়সের ছেলে এবং মেয়েরা গভীর আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের পানি পান করাচ্ছে, মানুষ যার ভূয়সী প্রশংসা করে। আবার কিছু পুরুষ ও নারী অতিথিদের খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত।

এরপর নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এটিও অনেক বড় একটি ব্যবস্থাপনা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সিস্টেম। এক কথায় এমন আরো অনেক বিভাগ রয়েছে, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। প্রতিটি কর্মী তা সে কাজ জানুক বা না জানুক, নিজের পুরো সামর্থ বা যোগ্যতা এবং প্রেরনা ও চেতনার ভিত্তিতে কাজ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এরপর কাজ গুটানোর বিভাগ রয়েছে, জলসার পর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। বড় কষ্ট করে জিনিস পত্র গুটানো হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে কিছু জিনিসপত্র, বিছানা ইত্যাদি ভিজেও গেছে, যার ফলে ক্ষতিও হয়েছে। এখন এত বড় পরিসরে মেট্রেস বা জাজিম ইত্যাদি শুকানোর কাজে সমস্যাও দেখা দিবে কিন্তু যাহোক, খোদ্দামরা একাজ করে যাচ্ছেন। এসব খোদ্দাম জলসার পূর্বেও সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য এসেছিলেন আর এখন বিভিন্ন টিম গুটানোর কাজও করছে। গুটানোর কাজও অনেক বড় কাজ হয়ে থাকে, কেননা স্থানীয় কাউন্সিল নির্ধারিত সময় দিয়ে থাকে যে, এই সময়ের ভিতরে সবকিছু গুটাতে হবে। যদি এই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা না হয় বা গুটানো না হয় তাহলে পরবর্তী বছর জলসার অনুমতি পেতে অসুবিধা হতে পারে। এক কথায় প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ বছর কানাডার খোদ্দামের একটা টিমও নিজেদের পেশ করেছে যে, আমরা জলসায় কাজ করতে চাই। তাই তাদের ওয়াইল্ড আপ বা গুটানোর টিম-এ রাখা হয়েছে আর আল্লাহ তা'লার বিশেষ কৃপায় তারাও সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন। যুক্তরাজ্যের বাইরের দেশগুলোতে এত ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না তাই তাদের জন্য অর্থাৎ কানাডা থেকে আগতদের জন্য এটি নতুন অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা পুরো অন্তরিকতার সাথে অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার টিমের পাশাপাশি কানাডার খোদ্দামের এই গ্রুপের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তারা আমাদের সাহায্য করেছেন।

যাহোক এরা সবাই পুরুষ হোন বা মহিলা, আমরা সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তারা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। কর্মীদের সবার পক্ষ থেকে আমি সেইসব অতিথিদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা সহযোগিতা করেছেন।

দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, জেনারেলি কোন অভিযোগ আসে নি। বিক্ষিপ্ত দু'একটি অভিযোগ তো এসেই থাকে।

এখন আমি এই কৃতজ্ঞতার বিষয়ের ধারাবাহিকতায় অতিথিদের ভাবাবেগ বা অনুভূতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের মাঝে রাজনীতিবিদও ছিল, তাদের মাঝে কোন কোন দেশের মন্ত্রীরাও ছিলেন আবার বড় বড় পদাধিকারীরাও ছিলেন। তাদের কথা বা অভিব্যক্তি যখন মানুষ শুনে তখন খোদার কৃতজ্ঞতায় আরও বেশি অবগাহন করে। এত বড় ব্যবস্থাপনায় কিছু দুর্বলতাও থেকে যায় আর এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু খোদা তা'লা কীভাবে আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন যে, অতিথিরা কেবল আমাদের ভালো দিকই দেখে আর দুর্বলতা পর্দার আড়ালে থেকে যায়।

উগান্ডার মিনিষ্টার অফ জেন্ডার মিষ্টার উইলসন মুরুলী সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আতিথেয়তা, নিরাপত্তা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে আমি হতভম্ব যে, কিভাবে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে মানুষ এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আমি এমন এক জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি যেখানে মানুষ নয় বরং ফিরিশতা কাজ করতে চোখে পড়বে। আমি রাতেও মানুষকে ঘুমোতে দেখিনি আর দিনেও নয় বরং সবসময় তারা খিদমতের জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা ক্লান্তও হয় না আর বিরক্তও হয় না। বিশ বারও কিছু চাইলে হাসিমুখে তা উপস্থাপন করে। তিনি এখানে রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীও দেখেছেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর স্টলেও গিয়েছেন। তিনি বলেন, যেভাবে জামাতে আহমদীয়া কাজ করছে তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, আগামী কয়েক বছরেই জামাত পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। ইনশাআল্লাহ্। তিনি আরো বলেন, বিশ্ব শান্তির জন্য সুচিন্তিত চেষ্টা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন নসীহত এবং পরিকল্পনা পৃথিবীর সামনে রাখা হয়। মানুষ যদি তা মেনে চলে তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, জলসা সালানাকে যদি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হয় তাহলে আমি বলব সবচেয়ে বড় কথা হলো, আহমদীয়া জামাত মানবতার জন্য শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের এক মহান দৃষ্টান্ত।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে একজন অতিথি জ্যাক ওয়ারথাল সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রেঞ্চ গিয়ানার আদালতের জজ এবং নিজ দেশের বিশপের প্রতিনিধিত্বে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণের জন্য যখন আমি ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে যাত্রা করি তখন আমার পায়ে ব্যাথা ছিল কিন্তু জলসায় যোগ দিতেই আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনমূলকভাবে আরোগ্য দান করেন আর পুরো জলসায় ব্যথা বেদনার নাম চিহ্নও ছিল না।

এটি খোদা তা'লার কৃপা যে, জলসার যে কল্যাণ আহমদীরা লাভ করে তা থেকে অ-আহমদীরাও উপকৃত হয়।

তিনি আরো বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনার যতটুকু সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কে বলতে চাই যে, আমি দীর্ঘদিন কর্ম পরিদর্শক বা ওয়ার্ক ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করেছি আর সকল কাজকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু যেভাবে জামাতে আহমদীয়ার স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করছে তা

সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রত্যেকে নিজের কাজ সুচারুরূপে করছিল, বিশেষ করে এত বড় জমায়েত বা সভার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা কোন সহজ কাজ নয়। অনুরূপভাবে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাবার প্রস্তুত করা এবং সময়মত তাদেরকে খাওয়ানোও সামান্য কাজ নয়।

এরপর নাইজেরিয়ার এক প্রসিদ্ধ টেলিভিশন এম.আই.টিভির চেয়ারম্যানও এখানে এসেছিলেন। তার নাম মুয়ী বুসারী সাহেব। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার এমন মনে হয়েছে, (তিনি একজন হাজী) যেন আমি আরাফাতের ময়দানে রয়েছি আর সর্বত্র প্রেম, ভালোবাসা এবং আনন্দের প্রসার ঘটছে। এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি নি। আর যুবকরা খুবই সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আনুগত্যের প্রেরণায় বিভোর ছিলেন। ইমামের আনুগত্যের যে দৃশ্য আমি জামাতে আহমদীয়ার খলীফা এবং তাঁর জামাতের মাঝে দেখেছি তা আর কোথাও দেখি নি।

কংগোর কিনশাছা থেকে কন্‌স্টিটিউশনাল কোর্টের জজ জাস্টিস নলকি সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, জজ বা বিচারক হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এটি বুঝার মত যোগ্যতা বা অন্তঃদৃষ্টি দিয়েছেন, কোথায় সত্য গোপন করা হচ্ছে আর কোথায় তা প্রকাশ করা হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে যে ইসলাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমি জলসায় অংশগ্রহণ করে দেখতে পেয়েছি। আমার হৃদয়ে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তা এখন দূরীভূত হয়েছে। সত্যিকার ইসলাম এটিই যা আহমদীয়া জামাত তুলে ধরছে। ইসলামের এই বাণীরই আজ পৃথিবীর প্রয়োজন। আমি মনে করি, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এই বাণীর সাথেই সম্পৃক্ত। আজ এই ইসলামেরই আমাদের প্রয়োজন। সন্ত্রাসী ইসলামের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

সিয়েরালিওনের ভাইস প্রেসিডেন্টও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক জলসা এক মহান জলসা আর সকল জাতিকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করার একমাত্র মাধ্যম। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি।

সিয়েরালিওনের মেকিনি শহরের মেয়রও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তিনটি দিনই ছিল আধ্যাত্মিক দিন, যা আমার জীবনে মহান বিপ্লব সাধনের কারণ হয়েছে। মানুষকে এবং পরস্পরকে এত ভালোবাসতে আমি জীবনে কখনো দেখি নি।

সিয়েরালিওন থেকে ডেপুটি ক্রীড়া মন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অতিথীদের স্বাগত জানাচ্ছিল এবং একে অন্যের চেয়ে বেশি অতিথী সেবা করছিল। আমি আজ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অতিথীদের জন্য এত সম্মান ও ভালোবাসা দেখি নি।

বেনিনের জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার এরিক হোন্ডে সাহেবও জলসায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কথা যা আমার গোচরিভূত হয়েছে তা হলো, আহমদীয়া মুসলিম

জামাতের সদস্যরা তাদের খলীফাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। এ জিনিস অন্য কোথাও দেখা যাবে না। তিনি বলেন, আমি এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার জীবনের সর্বোত্তম সময় অতিবাহিত করেছি। আমি পুরো ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, সর্বত্র সু-ব্যবস্থাই আমার চোখে পড়েছে। পয়ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষের জনসভায় পরিবহনের সর্বোত্তম ব্যবস্থা ছিল আর ট্রাফিককে পরম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছিল। এত বড় ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও পরিচ্ছন্নতার মানও বেশ ভালো ছিল। কোথাও আবর্জনা চোখে পড়ে নি। এই পুরো ব্যবস্থাপনায় আহমদীয়া জামাতের পাঁচ হাজারের অধিক সদস্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছিল আর এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে উচ্চ শিক্ষিত মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল, বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, মহিলা এবং অল্প বয়স্ক শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন, এটি এক অসাধারণ কথা যা কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনে চোখে পড়বে না।

আর্জেন্টিনা থেকে একজন আহমদী এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি সত্য ধর্মের সন্ধানে দশ বছর অতিবাহিত করেছি আর অবশেষে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়ে আমি সত্য ধর্ম পেয়ে গেছি। জলসা সালানার ব্যবস্থাপনায় আমি অভিভূত। তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হলো জলসায় যুবক শ্রেণীর উপস্থিতি। আমি আজ পর্যন্ত অন্য কোন ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যুবক শ্রেণীর এতটা সম্পৃক্ততা দেখি নি যতটা জামাতে আহমদীয়ায় চোখে পড়েছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশগ্রহণ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত ছিল। বয়আতের সময় আমার দেহ এবং হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছিল বা কাঁপছিল। বয়আতের দশটি শর্ত সত্যিকার অর্থে কুরআন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার নির্যাস বা সারসংক্ষেপ। আমার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন আনন্দের বিষয় নেই যে, আমি আর্জেন্টিনার প্রথম মুসলমান যে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে আর এখন ইনশাআল্লাহ্ স্বদেশে ফিরে গিয়ে আমি সর্বাত্মকভাবে আহমদীয়াতের তবলীগে নিয়োজিত হব।

জাপানের এক অতিথি ইয়ো শিও এবামোরা সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আতিথেয়তার ঐতিহ্য এবং কর্মীদের ভালোবাসা ও স্নেহভরা আচরণ আমাদের সবার জন্য স্মৃতির মনি কোঠায় সংরক্ষণ করে রাখার মত বিষয়। যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা জাতি সংঘের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরছিল যেখানে সকল বর্ণ, বংশ এবং জাতির মানুষকে এক পরিবারের মত মনে হচ্ছিল। এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার হৃদয়ে বিশেষ এক প্রভাব ফেলেছে।

জাপানের এক বন্ধু ডাক্তার জিয়ানি মন্টে সাহেবও এসেছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পি এইচ ডি করেছেন। টোকিও আন্তর্জাতিক বই মেলায় জামাতের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি বলেন যে, দশ বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে গবেষণা করছিলাম। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ আর সত্যের সন্ধানে ছিলাম। (আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন যে, বই মেলার প্রথম দিন যখন তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা 'ইসলামী নীতি দর্শন'

দেয়া হয় তখন পরের দিন পুনরায় তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, রাতের বেলায় 'ইসলামী নীতি দর্শন' পাঠ করা আরম্ভ করি আর এটি শেষ করা ছাড়া ঘুমানো আমার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সকাল পর্যন্ত এই বই পড়া যখন শেষ করি তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইসলাম একটি সত্য ধর্ম এবং এটিই সত্যের পথ।) তিনি বলেন, এক বছরে আমি পঞ্চাশ বার 'ইসলামী নীতি দর্শন' বইটি পাঠ করেছি। তিনি আরও বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপস্থাপিত দর্শন নিজের মাঝে এক অসাধারণ আকর্ষণ ও আবেদন রাখে। জলসা দেখে তিনি বলেন, আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম আর সত্য পেয়ে গেছি। ইসলাম আহমদীয়াতের চেয়ে উত্তম কোন জীবন পন্থা নেই। অতএব তিনি প্রথম দিন বয়আত করেন নি, জলসার পরের দিন আমার কাছে আসেন এবং বলেন যে, আমি বয়আত করতে চাই। এরপর মসজিদে তার বয়আত গ্রহণ করা হয়।

জাপান থেকে একজন অ-আহমদী বন্ধু মাসাইয়ুপি আকোতুসু সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন, যিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে তিনি গবেষণা করছেন আর এই উদ্দেশ্যে তিনি রাবওয়াতেও গিয়েছেন। তিনি বলেন, রাবওয়া সফর কালে ফিরে আসার পথে আমাদের সম্মানিত মেজবান এবং গাড়ীর চালক আমাকে বলেন যে, আতিথেয়তায় যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে ক্ষমা করবেন। এই অবস্থা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আর আজ জলসায় এসেছি, এখানেও এমন উন্নত ট্রেডিশান বা ঐতিহ্য চোখে পড়েছে। এর অর্থ হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শিক্ষা এবং কর্ম এক ও অভিন্ন। সর্বত্র এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

স্পেন থেকে জাতীয় সংসদের দুই জন সাংসদ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন জোস মারিয়া সাহেব। তিনি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে এটিই ভাবছিলাম যে, আমাদের যদি এ ধরণের ব্যবস্থা হাতে নিতে হয় তাহলে আমারা তা কিভাবে করব! এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এর আর কোন জুড়ি নেই। তিনি আরো বলেন, জলসার তিন দিনই অনুষ্ঠান মালায় অংশগ্রহণ করেছি এবং বারবার এই কথাটি প্রকাশ করেন যে, এমন সুশৃঙ্খল কাজ আমাদের সরকারও করতে পারবে না যা এখানকার স্বেচ্ছা সেবীরা করছে। আমি এই জলসা থেকে অনেক কিছু শিখে ফিরে যাচ্ছি।

অতএব স্বেচ্ছাসেবীদের বা ভলান্টিয়ারদের এবং কর্মীদের এই যে কাজ এটিও এক নীরব তবলীগ যা তারা করে চলেছে। এরপর স্পেনের মহিলা সাংসদ যিনি ছিলেন তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। তিনি বলেন, স্পেনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর টলিডোর সাথে আমার সম্পর্ক, যেখানে কোন এক যুগে বিভিন্ন সভ্যতা যাদের মাঝে মুসলমান, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা অন্তর্গত, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করত। আমরা সেই যুগ বা সেই ইতিহাস নিয়ে গর্বিত আর স্পেনের ইতিহাসে তা সোনালী যুগ ছিল। তিনি বলেন, হাজার বছর পূর্বে উমাইয়া বংশের আব্দুর রহমান প্রথম স্পেনে আসেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, 'তিনি এই দেশকে নিজের ঘর

মনে করেন।' তাই আজকে আমরা আপনাদের খলীফাকে বলতে চাই, আমাদেরও এটিই বাসনা যে, আপনারা যখন আমাদের দেশে আসবেন তখন সেই দেশকে নিজেদের ঘরই মনে করবেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, এখানে একই বংশের ৩৫ ব্যক্তি জলসায় অংশগ্রহণ করেন বা যোগদান করেন যাদের ২৮ জন পূর্বেই আহমদী হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের পিতা-মাতা এবং তাদের এক মেয়ে আর তার তিন সন্তান তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করে নি। তাদের পিতা একজন অত্যন্ত বয়বৃদ্ধ মানুষ। জুমুআর নামাযের পূর্বে তিনি বলেন যে, আমি এই পরিবেশ দেখে সত্যিই অভিভূত। তিনি আরও বলেন, এখানে এই জলসায় যোগ দিয়ে এবং জলসার পরিবেশ দেখে বুঝতে পেরেছি যে, আমার সন্তানরা কেন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ্‌র ফযলে তাদের অবস্থাই পাল্টে গেছে। ইসলামী শিক্ষার ওপর তারা এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহর দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক না কেন তা হবে অপ্রতুল আর এসব কিছু আহমদীয়াতের কল্যাণে হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, একটি অদ্ভুত জায়গা, যেখানে বহু মানুষের সমাবেশ। এখন জলসায় এসে আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে। জলসার দ্বিতীয় দিন তিনি বলেন, আজ আমি পাঁচবার রসূল করীম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। অতএব তিনি এবং তার স্ত্রী রবিবারের আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। তিনি বলেন, বয়আতের সময় তার পুরো বংশ সেখানে উপস্থিত ছিল যারা বাচ্চাদের মত আহাজারী করছিল।

এরপর আমীর সাহেব তার মেয়ে সম্পর্কে লিখেন, তিন বাচ্চার মা যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, জামাতের সাথে তার পুরোনো দিনের সম্পর্ক কিন্তু বয়আত করেন নি আর রবিবার প্রভাতে ফযর নামাযের পর সেই মেয়ে এবং তার স্বামী আমার কাছে আসেন আর বলেন, আপনাকে একটি কথা বলার ছিল আর এটি বলেই তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। আমি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে নিয়ে বয়আত করব একারণে বয়াত গ্রহণে বিলম্ব করছিলাম। আর এখন জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে যেন আমি বয়আত করি। কিন্তু আমার প্রবল বাসনা ছিল যে, আমার স্ত্রীও আমার সাথে বয়আত করবে।

অতএব আজ ফযরের নামাযে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করেছি। নামাযের পর আমার স্ত্রী আমাকে বলেন, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই, তখন আমি তাকে বললাম, আমিও তোমাকে কিছু বলতে চাই। এরপর আমার স্ত্রী বলেন, আমি বয়আত করতে চাই। আমি যখন তাকে বললাম, আমিও একই কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আমিও বয়আত করতে চাই আর আমি দোয়া করছিলাম, আমরা যেন একসাথে বয়আত করতে পারি। আর আজ আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি অর্থাৎ স্ত্রী বলেন, আমিও একই দোয়া করছিলাম। এভাবে এই পরিবারের অবস্থা ছিল খুবই আবেগ আপ্লুত।

এরপর গ্রীসের প্রতিনিধি দলের অভিব্যক্তি এবং ভাবাবেগ বা অনুভূতি শুনুন। গ্রীস থেকে এবার প্রথম বার প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদের একজন ডাক্তার ইকরাম শরীফ দামাস দোগ্‌লো সাহেব বলেন, আমি কখনও কোন মুসলমান জামাতকে এতটা সুশৃঙ্খল দেখি নি যতটা সুশৃঙ্খল আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে দেখেছি। সকলেই পরস্পরের সাথে গভীর ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনা নিয়ে সাক্ষাৎ করছে তা তারা তাদের জানুক বা না জানুক।

তিন সদস্য বিশিষ্ট স্লোভেনীয়ান প্রতিনিধিদলও এসেছিল। সেখানকার এক বন্ধু সামাগোপালিশ, যিনি অনুবাদকের কাজ করেন, কিছু দিন থেকে জামাতি বই-পুস্তকের অনুবাদ করছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণের পূর্বে জামাত সম্পর্কে আমার পরিচয় কেবল পড়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, জামাত সম্পর্কে আমি যা কিছু পড়েছিলাম তা এক সত্য বিষয় ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' উক্তিটি আমি পূর্বে পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে আর বিভিন্ন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে এই উক্তির ব্যবহারিক চিত্রও দেখতে পেয়েছি যে, জামাতে আহমদীয়ার প্রতিটি সদস্য এই উক্তি বা কথাটি মেনে চলে।

মানুষের এই আবেগ-অনুভূতি এবং ভাবাবেগের কথা যখন আপনারা শুনেন তখন সবার আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, এই যে প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে এখন আমাদের সবার জন্য আবশ্যক হলো এটিকে অন্যদের মাঝে এক স্থায়ীরূপ দেয়া।

স্লোভেনীয়ান প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আন্দ্রে ইয়াবোর্‌স্ সাহেবা। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি আর প্রথমবার ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক পরিচিতি লাভ হয়েছে। এ জামাত সত্যিকার অর্থে মানবতার সেবা করে চলেছে। তিনি বলেন, ডাইনিং হলে শিশুরা খাবার পরিবেশন করছিল আর আমাদেরকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল যে, যদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে তাহলে আমাদের বলুন। একইভাবে ছোট ছোট শিশুরা জলসা গাহে পানি পান করাচ্ছিল। আমি মনে করি এসব কিছু বাচ্চাদের সুশিক্ষা এবং তাদের সঠিক লালন-পালনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুইডেনের এক পুলিশ কর্মকর্তা এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা যে পয়গাম বা বাণী দিচ্ছেন তার ব্যবহারিক প্রতিফলনও আমি দেখেছি। হায়! এই বাণী যদি পৃথিবীর সকল দেশে বিস্তার লাভ করত। তিনি বলেন, এই বাণী যদি সুইডেনে পৌঁছে যায় তাহলে আমাদের সমাজ শান্তি ও ভালবাসায় ভরে যাবে আর তখন আমি আমার চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে দিবো কেননা তখন পুলিশের আর প্রয়োজনই থাকবে না; পুলিশকে যে বেতন দেয়া হয় তা দরিদ্র এবং বয়স্কদের চাহিদা পূরণের জন্য কাজে আসবে।

অতএব এই বিষয়গুলো সব আহমদীকে যেখানে কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ করে সেখানে যাদের মাঝে ছোট খাট দুর্বলতা আছে তাদের সেসব দুর্বলতা দূরীভূত করারও চেষ্টা করা উচিত।

সুইজারল্যান্ড থেকে প্রেস এবং মিডিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক অতিথি ব্রান্সভিসলাভ বেলি সাহেব জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, আমি জলসা সালানায় শেষ দিন যোগদান করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন ইভেন্ট বা অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করে থাকি কিন্তু এমন ইভেন্ট বা অনুষ্ঠান পূর্বে কখনো দেখি নি। এটি এক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল, মানুষকে যখন বিরত হতে বলা হত তারা নীরবে বিরত থাকত আর যখন তাদেরকে ঘুরতে বলা হত তারা সেদিকেই ঘুরে যেত। কেউ এজন্য উষ্মা বা রাগ প্রকাশ করে নি যে, তাদের কেন বারণ করা হচ্ছে। কোন কর্মী বা জলসায় অংশগ্রহণকারী কাউকে আমি রাগ বা ক্রোধের সাথে কথা বলতে দেখি নি। আমি অনেক দেশ দেখেছি কিন্তু এমন শান্তিপূর্ণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা কোথাও দেখি নি।

এক অ-আহমদী সুইস অমুসলিম মাইকেল শেরেমবার্গ জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনিও সুইজারল্যান্ডেরই অধিবাসী। তিনি বলেন, সবচেয়ে মহান দৃশ্য ছিল আন্তার্জিতিক বয়আতের দৃশ্য যে, কীভাবে মানুষ নিজের বিশ্বাসের ও খলীফার সাথে সম্পৃক্ততার অঙ্গীকার করছে।

মাইক্রোনেশিয়া থেকে একজন নতুন আহমদী বন্ধু মাইটাইকেল উফাভাসরো সাহেব এসেছিলেন। তিনি সেখানে এগারো বছর মেয়রও ছিলেন। তিনি বলেন সবকিছু দেখার পর এখন আমি এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, আমার পরিবার এবং কোসরায়-এর(তার নিজের শহর) মানুষের ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করব। সুতরাং এই জলসা তবলীগের অনেক বড় মাধ্যম।

জামাইকা থেকে এক মহিলা সাংবাদিক এসেছিলেন। তিনি বলেন, তার সাথে এক ক্যামেরাম্যানও ছিল। প্রথম দিকে কোন মুসলমান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে তার দ্বিধা ছিলো কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, সবাই তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করছে, তার দেখাশুনা করা হচ্ছে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, এদের হৃদয়ে কি সত্যিই আমাদের জন্য ভালোবাসা রয়েছে নাকি এরা শুধু লোক দেখানো ব্যবহার করছে? তখন আমাদের মুবাল্লিগ তাকে উত্তর দেন যে, ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্গত। আপনি পুরো জলসা এখানে কাটান তাহলে নিজেই বুঝতে পারবেন, মানুষ লৌকিকতা করছে নাকি এটি তাদের আন্তরিক আবেগ। জলসা যখন শেষ হয় তখন সেই ক্যামেরাম্যান বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জলসায় যেই প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিলো তা কোন লৌকিকতা নয় বরং সেটি আন্তরিক ছিল। এরপর সেই মহিলা সাংবাদিক আমার স্বাক্ষাতকারও নিয়েছেন। তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে আমি লিখব বা প্রামাণ্যচিত্র প্রস্তুত করব। এর ফলে তবলীগের সুগম হয়। তিনি আরো বলেন, আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে, আহমদীয়া জামাতের এই শিক্ষা জামাইকায় প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করব। তিনি একজন খ্রীষ্টান অথচ আমাদের তবলীগের কারণ হচ্ছেন।

পানামা থেকে এক বন্ধু রোনাল্ডো কুচে সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দৃষ্টান্ত আজকের যুগে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশেও মুসলমানদের এক বিশাল জনগোষ্ঠী বাস করে কিন্তু মানুষ তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে না বরং তাদেরকে ঘৃণা করে। আমাকেও যখন মুসলমানদের জলসায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন আমার ধারণা ছিল যে, এরাও পানামার মুসলমানদের মতই হবে কিন্তু এখানে আসার পর আমার আশ্চর্যের কোন সীমা ছিল না। এখানে আমি প্রেম, ভালোবাসা এবং প্রীতির এমন পরিবেশ দেখেছি যা ভাবাও আমার জন্য সম্ভব ছিল না। তিনি বলেন, আজকের পর কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত কথা বলে বা ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ করে তাহলে আমি তার দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিব যে, সব মুসলমান একরকম নয়।

কাজাকিস্তানের তানা শিবামা সাহেবা যিনি স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং নিউইয়র্ক একাডেমির সদস্য। ২০০০ সনে লেডি অব দা ওয়ার্ল্ড হিসাবে তাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তিনি তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার পঁচাত্তর বছরের জীবনে পৃথিবীর অনেক জায়গা দেখেছি কিন্তু মানবতার প্রতি ভালোবাসা এবং সত্যিকার অর্থে মানবতার সাহায্য করা আমি কেবল এখানেই দেখেছি। এটি এক অভুতপূর্ব দৃশ্য ছিল যে, সবার উপস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কিত ছাত্ররা তাদের ফলাফলের ভিত্তিতে পদক লাভ করেছে। এই সম্মান তাদের হৃদয়ে চির অম্লান থাকবে এবং ভবিষ্যতেও নিজেদের জীবনকে এই নীতি অনুসারে গঠন করতে তা সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে। তিনি আরো বলেন, এই জলসার কল্যাণে আমিও নিজের মাঝে এক আধ্যাত্মিক সতেজতা এবং শক্তি অনুভব করছি।

গুয়েতামালা থেকে এক ছাত্রী এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ আমার জন্য অত্যন্ত সুখকর এক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

ক্রোয়েশিয়া থেকে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদের মাঝে ক্রোয়েশিয়ান জাতীয় সংসদের সাংসদ পান্ডেক্স সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কোন মুসলমান সংগঠনের গণজমায়েতে এটিই আমার প্রথম অংশগ্রহণ ছিল। জলসার শেষ বক্তৃতাও তিনি শুনেছেন। তিনি বলেন, এই নির্দেশগুলো যদি মেনে চলা হয় তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিনত হতে পারে আর তিনি সত্যিই গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

সিয়েরালিওনের জাতীয় টেলিভিশন এসএলবিসি-র সাংবাদিকও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জলসায় আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা সত্যিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, জলসা চলাকালেই আমি আহমদীয়া জামাতে যোগ দেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই। তাই তিনি আন্তর্জাতিক বয়আতের দিন বয়আতও করেন।

পল সিঙ্গার ডেভিস সাহেব বৃটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন। তিনি বলেন, আমি এই কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, আজ পর্যন্ত এমন শত শত অনুষ্ঠান আমি দেখেছি কিন্তু এমন সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান কোথাও দেখিনি। বিশেষ করে এমন বিষয়ে কথা খুব

ভালো লেগেছে যে, আমরা আজকাল অনেক সমস্যার মাঝে পরিবেষ্টিত আর তা থেকে মুক্তির উপায় কী এবং এই বিষয়ে আরো অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি।

আইভরিকোস্ট থেকে দু'জন সাংসদও এসেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন কাওয়াকো ওয়াত্রা সাহেব। তিনি বলেন, জলসা আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের একটি। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে আহমদী কিন্তু এমন আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ পরিবেশ আমি প্রথমবার দেখেছি। আমি পূর্ব থেকেই আহমদী ছিলাম কিন্তু জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার ঈমান আরো দৃঢ় হয়েছে।

বৃটিশ সোসাইটি অফ টিউরিন শ্রাউড নিউজলেটারের সম্পাদক হলেন হাফ্রে সাহেব। তিনি পবিত্র কাফনসংক্রান্ত একজন বিষেশজ্ঞ। তিনি বলেন, আমি আজ পর্যন্ত যত ফোরামে ঈসা (আ.) এর পবিত্র কাফন সম্পর্কে কথা বলেছি সেগুলোর মাঝে সর্বোত্তম ফোরাম ছিল এটি। তিনি আরও বলেন, এই তিন দিন জ্ঞানগত দিক থেকে আমার জন্য অসাধারণ ছিল। শুধু পবিত্র কাফন সম্পর্কেই নয় বরং আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান না থাকার মত ছিল। এর ফলে আমার জন্য গবেষণার নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে। সেখানে টিউরিনের শ্রাউড বা পবিত্র কাফন সম্বন্ধে গবেষণাকারী আরো অনেক ব্যক্তিত্বও ছিলেন। তাদের এক জনের নাম হলো ব্যারি শার্টস্। টিউরিনের শ্রাউড বা পবিত্র কাফন সম্পর্কে তাকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। তার বক্তৃতা জলসায় আপনারা শুনেছেন। তিনি বলেন, আমার এখানে আসার বিভিন্ন উদ্দেশ্যাবলির মাঝে একটি বিশেষ দিক ছিল আপনাদেরকে পবিত্র কাফন সম্পর্কে অবহিত করা কিন্তু আমাকে এটি স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এই প্রেক্ষাপটে যতটা জ্ঞান আমি আপনাদেরকে দিতে পারি এই কয়েকদিনে তার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি জ্ঞান আমি আপনাদের কাছে শিখেছি।

প্রেস এবং মিডিয়ার কথা আমি বলেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর প্রেস এবং প্রচার মাধ্যমে জলসা ব্যাপক পরিসরে পরিচিতি লাভ করেছে আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের সিজদা করা উচিত যে, আল্লাহ তা'লা কিভাবে এই পয়গাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। জলসার সংবাদ এবং ভিডিও ক্লিপ টেলিভিশন এবং অনলাইন ভিডিওর সাতটি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে মোট ৩৩ লক্ষ মানুষের নিকট পয়গাম পৌঁছেছে। রেডিওর ৩৪টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে এই পয়গাম পৌঁছেছে। প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে ১৪টি ফোরামের কল্যাণে ৭৭ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। আর সোশাল মিডিয়াতে ১১৯৫ জন অংশ গ্রহণকারীর মাধ্যমে ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে জলসার বাণী পৌঁছেছে। এভাবে উক্ত ফোরামের মাধ্যমে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার মানুষের কাছে জলসার অনুষ্ঠানমালা, সংবাদ, বাণী, চিত্র এবং ভিডিও ক্লিপ পৌঁছেছে। আর আফ্রিকার বাহিরে এমন দেশ সমূহে যেখানে জলসার প্রেক্ষাপটে মিডিয়া কভারেজ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পাকিস্তান, ভারত, ফ্রান্স, জামাইকা, বলিভিয়া, গ্রীস এবং ব্যালিস অন্তর্ভূক্ত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলের মাঝে বিবিসি নিউজ-২৪ অন্তর্ভুক্ত যাতে তিন বার জলসার সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। এটিও প্রথমবার হয়েছে। প্রথমে এই চ্যানেলে একবার খবর প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আরো খবর প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়।

ফ্রান্সের ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি এএফপি-ও জলসার সংবাদ প্রচার করেছে। এএফপি ভিডিও রিপোর্টও জারি করেছে যা পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ওয়েব সাইটে প্রচার করা হয়েছে। তাদের মাঝে ইয়াহু নিউজ, এমবিসি নিউজ, এমএসএন নিউজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

এরপর রেডিও সম্প্রচারের অধীনে ৩৪টি রেডিও ইন্টারভিউ বিবিসি-র ৩টি জাতীয় রেডিও স্টেশন, ২৪টি আঞ্চলিক রেডিও স্টেশন এবং ২টি স্থানীয় রেডিও স্টেশনে প্রচারিত হয়েছে। তার মাঝে বিবিসি রেডিও ফোরও অন্তর্ভুক্ত যা ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি শোনা হয়। এতে ২০ মিনিট দীর্ঘ একটি ইন্টারভিউ প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বিবিসি স্কটল্যান্ড এবং বিবিসি রেডিও এশিয়ান নেটওয়ার্কও এতে অন্তর্ভুক্ত। বিবিসি রেডিও এশিয়ান নেটওয়ার্কে এক ঘন্টার বেশী দু'জনের ইন্টারভিউ প্রচার করা হয়েছে। ৩৩টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে মোট ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম বা বাণী পৌঁছেছে। এগুলোর মাঝে কমপক্ষে ২টি ইন্টারভিউর সূচনা আমার কথার মাধ্যমে হয়েছে। আসলে বিবিসি-র এক মহিলা সাংবাদিক কেরোলাইন ওয়ায়েট আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন যা তিনি প্রচার করেছেন। এর ফলে এখানকার মুসলমান সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এখন হৈচৈ আরম্ভ হয়েছে যে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। ইনি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। আমাদের সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত।

দু'টি এশিয়ান এবং ক্যাথলিক হ্যারল্ড জলসার পূর্বেই সংবাদ এবং প্রবন্ধ ছেপেছে। আফিংটন পোস্টও দু'টি প্রবন্ধ ছেপেছে। অনুরূপভাবে আরোও অনেক এমন সংবাদ রয়েছে। সোশাল মিডিয়া টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমেও এই পয়গাম বা বাণী প্রচারিত হয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় রিপোর্ট। এছাড়া যুক্তরাজ্যের প্রেস ও মিডিয়ার মাধ্যমে আমার ধারণা অনুযায়ী দুই তিন মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত তো অবশ্যই বাণী পৌঁছে থাকবে।

আফ্রিকান দেশ সমূহে দেশিয় টেলিভিশন জলসা সালানার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, উগান্ডা এবং কঙ্গো কিনশাসা এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীকাতুল মাহদী থেকে সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম তারা প্রচার করেছে। ঘানার এক বন্ধু নানা ওয়াসেহ কোতো সাহেব ফোনে জানিয়েছেন যে, আমি খ্রীষ্টধর্মের অনুসারি কিন্তু আপনাদের জলসা সালানার লাইভ সম্প্রচার দেখে আমি আবেগ আপ্লুত, আমার চোখের পানি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখন ইসলামের প্রতিনিধিত্বে আহমদীয়া জামাত সর্বাগ্রে রয়েছে। আমি দোয়া করি, আমি যেন আপনাদের জামাতের প্রচারক হয়ে আহমদীয়া জামাতের বাণী প্রচার করতে পারি।

ঘানার টোমালো থেকে এক মহিলা হামাদাতো সাহেবা বলেন, আমি ঘানা টেলিভিশনের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের জলসা দেখেছি আর এই জলসা দেখ আমি সত্যিই অভীভূত। আমি এমনিতে মুসলমান কিন্তু জলসা সালানার এই সম্প্রচার দেখে আমি এখন আহমদী মুসলমান হতে চাই।

উগান্ডা থেকে এক বন্ধু ফোনে জানিয়েছেন যে, আমি টেলিভিশনে জলসার কার্যক্রম দেখেছি। আমি আপনাদের জামাতভুক্ত হতে চাই। অতএব তিনি মিশন হাউসে আসেন এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। ঘানা থেকে একজন ফোন করে বলেন যে, আজ কেবল জামাতে আহমদীয়াই ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করছে। আমি ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা শোনা পছন্দ করতাম না কেননা মুসলমানরা ইসলামের নামে যুলুম করছে। কিন্তু আপনারা যে ইসলামী শিক্ষা প্রচার করছেন তা শুনে আমার মনে পরিবর্তন এসেছে।

ঘানা থেকে এক আহমদী মহিলা লিখেন, আজ নিজ কক্ষে বসে টেলিভিশনে জলসা সালানার সম্প্রচার দেখছি আর আমার মনে হচ্ছে যেন আমিও জলসা সালানাতেই আছি। আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ এবং চোখ অশ্রুসিক্ত।

সিয়েরালিওনে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সিয়েরালিওনের জাতীয় টেলিভিশন এসএলবিসি এস-এ জলসা সালানার ৩৬ ঘন্টার সম্প্রচার সরাসরি দেখানো হয়েছে। সিয়েরালিওন থেকে অনেকেই ফ্রি টেলিফোন লাইনে কথা বলে নিজেদের শুভেচ্ছ জানিয়েছন । জিবরাইল সাহেব নামে এক ব্যক্তি বলেন, আমি সেই সমস্ত মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যাদের প্রচেষ্টায় আজকে আমরা এই জলসা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এমন মনে হয়েছে যেন আমরা খলীফার সাথে যুক্তরাজ্যে বসে আছি (ইনি আহমদী) আর নিজেদের ঘরে বসে জলসার কল্যাণে সিক্ত হচ্ছি।

কঙ্গো কিনশাসায়ও ৪টি বড় বড় শহরে জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। এই শহর গুলোর দু'টিতে আমার সমাপনী বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়েছে আর দু'টি শহরে জলসার সমস্ত কর্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। কিনসাশায় যখন সমাপনী বক্তৃতা চলছিল তখন তাদের কাছ থেকে দু'ঘন্টা সময় নেয়া হয়েছিল। দুই ঘন্টা শেষ হয়ে যায় তখনও আমার বক্তৃতা চলছিল এবং শেষ হয়নি। তখন টেলিভিশনের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হয় যেন পুরো বক্তৃতা সম্প্রচার করা যায়। তিনি বলেন যে, আমাদের প্রোগ্রাম পূর্ব থেকেই শিডিউল করা থাকে আর এভাবে সময় বাড়ানো সম্ভব নয় কিন্তু যেহেতু আপনাদের খলীফার বক্তৃতা চলছে আর এই বক্তৃতার আমাদের আন্দোলিত করছে, আমরা আপনাদের আরো সময় দিচ্ছি আর এভাবে পুরো বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়। আর এর ভাল ফিডবেক বা মতামতও আসা শুরু হয়েছে। এক ব্যক্তি ফোনে বলেন, আমি মুসলমান কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এমন কথা কারো মুখে শুনিনি। আমি অনতিবিলম্বে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হতে চাই।

কঙ্গোর বাকাঙ্গো শহরে জিকেভি টেলিভিশনে জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এই টিভির প্রধান জোজ সাহেব বলেন, আমি এই সত্য প্রকাশ না করে পারছি না যে, ইসলামের যে

চিত্র আমার মন-মস্তিষ্কে ছিল তা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে আর খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম খুবই সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক একটি ধর্ম। তিনি বলেন, অধিকাংশ ঘর থেকে এম.টি.এ-র অনুষ্ঠানের আওয়াজ আসছিল আর বিশেষ করে সমাপনী বক্তৃতার আওয়াজ বা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

এক বন্ধু বলেন যে, টেলিভিশনে আপনাদের জলসা দেখেছি আর খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, পৃথিবীতে এমন এক সত্তাও আছে যিনি এত প্রিয় শিক্ষা প্রচার করছেন।

আফ্রিকান দেশসমূহে রেডিওর মাধ্যমে জলসা সালানার যে সম্প্রচার হয়েছে সেক্ষেত্রে মালিতে জামাতের পক্ষ থেকে ১৫টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে জলসা সালানার তিন দিনের কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে আর এভাবে সেখানে প্রায় এক কোটি মানুষ যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সরাসরি সম্প্রচার নিজ ভাষায় শুনেছে।

অনুরূপভাবে বুরকিনাফাঁসোতে ৪টি রেডিও স্টেশনে জলসা সালানার তিন দিনের কার্যক্রম সম্প্রচারিত হয়। এর শ্রোতাদের সংখ্যাও অতি ব্যাপক। একইভাবে সিয়েরালিওনে জলসার কার্যক্রম সম্প্রচারিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বিভিন্ন মহাদেশের কোটি কোটি মানুষ পর্যন্ত এবার জলসার পয়গাম পৌঁছেছে। প্রেস ও মিডিয়া টিমও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বেশ ভাল কাজ করেছে এবং এম.টি.এ-ও এর জন্য অনেক কাজ করেছে। বিশেষ করে এই বিষয়ে যাকে আফ্রিকার ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি এই প্রেক্ষাপটে অনেক কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও পুরস্কৃত করুন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে এই জলসার মাধ্যমে জামাত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর আমি যেভাবে বলেছি অনেক কর্মীর এক্ষেত্রে অবদান রয়েছে যে, এম.টি.এ-এরও এবং প্রেস সেকশনেরও অনেক কর্মী এর অন্তর্গত । যুক্তরাজ্যের যুবকরা প্রেস সেকশনে কাজ করছেন এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সামর্থ্য এবং মেধা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করুন।

কিছু প্রশাসনিক কথাও আছে যা ব্যবস্থাপনা এবং অতিথিদের কল্যাণার্থে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। আমার কাছে একটি অভিযোগ এসেছে যে, প্রধান মার্কিতে বসার জন্য চেয়ারের সংখ্যা কম ছিল। অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধিরা তা পায় নি আর বাহ্যত স্বল্প বয়স্ক এবং যুবকরা সেখানে বসে ছিলআর অযুহাত এটি দাঁড় করানো হয়েছে যে, যেহেতু তাদেরকেও কার্ড দেয়া হয়েছিল তাই আমরা তাদেরকে উঠাতে পারবো না। এক তো কার্ডের সংখ্যা চেয়ারের সংখ্যা অনুপাতে হওয়া উচিত বা জায়গা বেশী নিন বা সেখানে অর্থাৎ প্রধান মার্কিতে যদি জায়গা না হয় তাহলে প্রতিবন্ধি এবং অসুস্থ্যদের বসার চেয়ারের জন্য পাশেই একটি পৃথক তাঁবু টানানো যেতে পারে। এই বিষয়েও আগামী বছর চিন্তা করা উচিত। আর দ্বিতীয়ত একটি মাত্র টেলিভিশন স্ক্রিন যথেষ্ট নয়, একাধিক হওয়া উচিত। মোটের উপর স্নানাগার এবং টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা সঠিক ছিল কিন্তু অনেক সময় অভিযোগ আসে যে, পানি বা টিস্যু পেপারের ঘাটতি ছিল।

বাজারে যারা গিয়েছে তাদের মাঝে অ-পাকিস্তানী অতিথিরা পাকিস্তানী অতিথিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, সেখানে অনেক সময় কোন জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে যদি লাইনে দাঁড়াতে হয় তাহলে পাকিস্তানীরা ধৈর্য্য প্রদর্শন করে নি বরং ধাক্কাধাক্কি করেছে। তাদের আদর্শ স্থাপন করা উচিত কেননা এটি জলসার উদ্দেশ্যাবলীর পরিপন্থি কাজ। আর প্রথম দিনও আমি বলেছিলাম যে, ধের্য্য ধারণ করুন এবং সহ্য করুন আর অন্যদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে বেশি সচেতন হোন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর মোটের ওপর পরিবহনের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। কতিপয় কর্মী কোন কোন অতিথিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তা দু'একটি অভিযোগ হলেও তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। কেবল কর্মীগণ পর্যন্তই যদি তা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে ঠিক আছে। আমারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যে, এমন অতিথিরা তা দেখে নি যারা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কর্মীদের কথা মানা সকল অতিথির জন্য আবশ্যক তা সে যে-ই হোক না কেন। কোন ওহদাদারের নিকটাত্মীয়ই হোক বা কোন বড় মানুষ হোক বা সে যে বংশেরই হোক না কেন এমনকি আমার আত্মীয় হলেও। নির্দেশ মেনে পরিবেশকে সুন্দর করার পরিবর্তে কেউ কেউ ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যা সঠিক নয়। অনুরূপভাবে সেই সব যুবক যারা ডিউটিতে ছিল তারা এই কারণে উত্তেজিত হয়ে যায় যে, তারা যদি আমাদের কথা না মানে তাহলে আমরা কাজ করব না, এমন চিন্তাধারাও ভুল।

এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে তাই কর্মীদেরও ধৈর্য্য এবং বড় মনোবলের পরিচয় দেয়া উচিত। আর কোন ভ্রান্ত বিষয় দেখলে নিজের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করুন। এরপর তারা নিজেরাই তা নিয়ন্ত্রণ করবেন। যাহোক মোটের উপর জলসা সালানা বহু কৃপারাজিতে আমাদেরকে সিক্ত করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে বা টেলিভিশনের মাধ্যমে জলসা দেখেছে এবং শুনেছে তাকে নিজের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের তৌফিক দিন। আর প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের যে প্রকৃত বাণী পৌঁছেছে সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিন তারা যেন সেটি ভালভাবে বুঝতে পারে এবং সত্যিকার এই বাণী বা পয়গামকে যেন গ্রহণ করতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা সৈয়্যদা ফরিদা বেগম সাহেবার জানাযা যিনি মির্যা রফিক আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি জনাব সৈয়্যদ জলীল শাহ্ সাহেবের কন্যা এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধূ ছিলেন। হযরত মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মীর হিসামুদ্দীন সাহেবের প্রপৌত্রী ছিলেন। তিন দিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মাগফিরাত করুন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون।

হযরত সৈয়্যদ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের দৌহিত্রী এবং হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার সাহেবের প্রদৌহিত্রী ছিলেন অর্থাৎ হযরত উম্মে তাহের সাহেবার ভাতিজির কন্যা ছিলেন। তিনি মীর হিসামুদ্দীন সাহেবের প্রপৌত্রী ছিলেন। মীর হিসামুদ্দীন সাহেবের হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর যৌবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা যখন তাঁকে শিয়ালকোট পাঠিয়েছিলেন তার ঘরেই তিনি (আ.) অবস্থান করেছিলেন। তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও কয়েকবার উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। অনুরূপভাবে সৈয়্যদ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মামা ছিলেন। ফরিদা বেগম সাহেবা তার মেয়ের কন্যা ছিলেন। যখন ফরিদা বেগম সাহেবার মা রাযিয়া বেগম সাহেবার বিয়ে হয় তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন যে, এই পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে আমি অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও বিয়ে পড়াতে বাইরে এসেছি। অনুরূপভাবে মেয়ের পক্ষ থেকে ওলীর দায়িত্বও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেই পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তাঁর পুত্রবধূও লিখেছেন যে, তিনি বিশেষ করে শেষ জীবনে অনেক বেশি অধ্যয়ন করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সব বই পড়েছেন বরং তিন বার পাঠ করেছেন। মালফুযাত পড়েছেন, তফসীরে কবীর পড়ে শেষ করেছেন, রীতিমত খুতবা শুনতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়াদ্র হোন। এবং তার সন্তান-সন্ততিরও হিফাযতকারী এবং সাহায্যকারী হোন। তার এক পৌত্র জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় পড়াশুনা করছে। তার এক দৌহিত্র জামেয়া আহমদীয়া কানাডায় আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও জামাতের সেবকের চেতনা ও প্রেরণায় যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।